ছান্দোগ্য, প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড।

১।৪।১ ওম্(ওং) ইতি এতদ্ অক্ষরম্(ওম্ এই অক্ষর কে, অক্ষর আত্মাকে)উদ্গীথম্(উদ্গীথ রুপে)উপাসীত(উপাসনা করণীয়);ওম্ ইতি হি(ওম্ উচ্চারণ করেই)উদ্গায়তি(উদ্গান করেন)।তস্য (তাঁহার)
উপব্যাখ্যানম্(উপব্যাখ্যা=তাঁতে উপনীত হবার ব্যাখ্যা।)

১।৪।২ দেবাঃ(দেবগণ)বৈ মৃত্যোঃ(মৃত্যু থেকে)বিভ্যতঃ (ভীত হয়ে)ত্রয়ীম্(তিন)বিদ্যাম্(বিদ্যাতে)প্রাবিশন্ (প্রবেশ করেছিলেন।তে(তাঁরা) ছন্দোভিঃ (ছন্দ সকলের দ্বারা)অচ্ছাদয়ন্ (নিজেদের আচ্ছাদন করেছিলেন)।যৎ(যেহেতু)এভিঃ (এই ছন্দদের দ্বারা)অচ্ছাদয়ন্ (আচ্ছাদিত),তৎ (সেই কারণে)ছন্দসাম্(ছন্দদের)ছন্দস্ত্বম্(ছন্দত্ব,বা ছন্দ নাম)।

নিরুক্ত।

ছন্দ---যে আনন্দের দ্বারা আমরা আচ্ছাদিত হয়ে আছি। আচ্ছাদনের দ্বারা আমরা আনন্দকেই দেখি, মূল

যিনি তিনি আচ্ছাদিত থাকেন।তাই ছন্দ হল ছেদনের আনন্দ, ছিন্নতা ও আনন্দ।
প্রতি প্রকাশে আনন্দের যে মাত্রা আধিপত্য করে, সেই মাত্রা থেকে ছন্দ রচিত হয়।
(আরামস্য পশ্যতি, ন ত্বং পশ্যতি কশ্চনঃ----
বৃহদারণ্যক।)
(আনন্দের মাত্রা বৃহদারণ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে।)

১।৪।৩।
তান্ (তাঁদের) উ
তত্র (সেখানে) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) যথা (যেমন)
মৎস্যম্ (মৎস্যকে) উদকে (জলে) পরিপশ্যেৎ (দেখে) এবম্
পরি-অপশ্যৎ (সেই প্রকার দেখতে পেলেন) ঋচি (ঋক্ সমূহে) সাম্নি
(সাম সকলে) যজুসি (যজুঃ সকলে);
তে (তাঁহারা, দেবতারা নু বিদিত্বা (ইহা জানিয়া)
ঊর্ধ্বাঃ (ঊর্ধে) ঋচঃ (ঋক্ থেকে) সাম্নঃ
(সাম থেকে) যজুষঃ (যজু থেকে) স্বরম্
এব (স্বরে) প্রাবিশন্

(প্রবিষ্ট হলেন)।

নিরুক্ত। ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বিদ্যা,বেদন থেকে আমরা জাত এই জ্ঞান বা বিদ্যাকে তাঁরা আশ্রয় করলেন, কিন্তু যাঁর বেদন তাঁতে দ্বিতীয় জ্ঞান থাকায় মৃত্যু তাঁদের কে দেখতে পেলেন।

দেবতারা মূল থেকে ছিন্ন ছিলেন বলে মৃত্যু তাঁদের দেখতে পেলেন।

উদক=আপ্,আপ্তি,বা কাম দাত্রী দেবী কাম (কামনা) কে পূর্ণ করার জন্য যখন উৎক্রমন করান বা নিয়ে যান, তখন তাঁর নাম উদক।

সেই উদকের কাম সমূহে মমত্ব নিয়ে যারা আছে তারা মৎস্য।

(মমঃ সঃ)।

স্বর-স্বয়মেব স্বয়ং রঞ্জয়তি-যিনি নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা রঞ্জিত করেন।

১।৪।৪

যদা (যখন)বা ঋচম্(ঋক্ কে)আপ্নোতি(পায়)ওম্(ওম্)ইতি এব(ইহাই)অতি

স্বরতি(অতি স্বরময় হয়);এবম্ সাম
(একই ভাবে সামকে);এবম্ যজুঃ
(একই ভাবে যজুকে অতিস্বরে/উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ
করে); এষঃ(ইনি,এই 'ওম্')উ
স্বরঃ(স্বর)যৎ(যিনি)এতৎ অক্ষরম্
(এই অক্ষর আত্মা)।

নিরুক্ত।

অতিস্বর--- স্বর কে অতিক্রম করে যে উচ্চারণ(উৎ + চারণ)করা বা উৎক্রমণ করে অক্ষরে স্থিত হওয়া তা অতিস্বর।

স্বর কে অতিক্রম করে যিনি আছেন সে অক্ষর আত্মা।নিরঞ্জন অক্ষর, যাঁতে দ্বিতীয়তা না থাকা হেতু কোন রঞ্জনা নেই।

ওম্=অ(অদ্বয়)+উ(উভয় বা দ্বিতীয়তা, হৃদয়)+ম (মূর্ছা,মৃত্যু, চরমতা, প্রাপ্তির চরম অবস্থা),এই তিন যাঁতে অক্রমে আছে।

সমস্ত শব্দ বা প্রকাশ এবং যা প্রকাশিত নয় তা যে এক শব্দে,এক অক্ষরে ধরা আছে,তিনি 'ওম্'।

১।৪।৫

স য (সেই যিনি) এতৎ (এনাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদ্বান্ (জানিয়া) অক্ষরম্ (অক্ষরকে বা অক্ষরে) প্রণৌতি

(প্রকৃষ্ট ভাবে নুত বা নমিত হন বা প্রণাম করেন, বা নবীন হন),

এতদ্

এব (এই) অক্ষরম্ (অক্ষরে) স্বরম্ (স্বরে) অমৃতম্ (অমৃতে) অভয়ম্ (অভয়ে) প্রবিশতি (প্রবেশ

করেন)।তৎ (সেখানে) প্রবিশ্য

(প্রবেশ করে) যৎ (যেমন) অমৃতাঃ (অমৃত) দেবাঃ (দেবগণ), তৎ (সেইরকম)

অমৃতঃ (অমৃত) ভবতি (হন)।

মন্তব্য।

মনোময় বিশ্ব, 'বিশ্ব আমার মনের মূর্ত্তি', এই রকম জ্ঞান যাঁর, তিনি ঋকের যে ছন্দ তার দ্বারা আচ্ছাদিত।

হৃদয়ময় বিশ্ব, 'মনের সব কিছু আমারই কামনার প্রকাশ, আমারই মমত্ব থেকে জাত, আমার সাথে

আদান-প্রদানময়',এই রকম জ্ঞান যাঁর তিনি যজুর যে ছন্দ তার দ্বারা আচ্ছাদিত।

তেজোময় বিশ্ব, 'হৃদয়ের সব দ্বিতীয়তা আমারই তেজ, আমারই বিকিরণ,আর আমাতেই এক হয়ে সাম্যতায় থাকে', এই রকম জ্ঞান যাঁর তিনি সামের যে ছন্দ তার দ্বারা আচ্ছাদিত।
আর সব বেদ যাঁর বেদন বা বোধক্রিয়া, যাঁতে অদ্বিতীয়তা হেতু ত্রিবেদ নির্ব্বেদ হয়,যিনি সবাইকে ত্রিবেদনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে এক হলে, অদ্বয় জ্ঞান হলে, তখন তিনি'ওম্'কারে,অক্ষরে প্রবিষ্ট হন।
মৃত্যু----নিজেকে নিজের পাবার যে চরমতা তার এক দিকে মৃত্যু।
নিজেকে দ্বিতীয় করে পাবার যে চরম অবস্থা তা মূর্ত্ত হওয়া, মর্ত্ত্য হওয়া, স্থূল হওয়া, নিজেকে দ্বিতীয় করে হারান।

অক্ষর আত্মস্বরুপ নিজেকে দ্বিতীয় করে সেই দ্বিতীয়কে নিজেতেই ধরে রাখেন, তার নাম হৃদয়।

ছান্দোগ্য, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চমখণ্ড।

১।৫।১ অথ খলু(অন্তর অবশ্যই)যঃ উদ্গীথঃ(যে উদ্গীথ) সঃ(সে)প্রণবঃ(প্রণব);
যঃ(যে)প্রণবঃ(যিনি)
সঃ(সে) উদ্গীথঃ(উদ্গীথ) ইতি।
অসৌ বা (ঐ আদিত্য)উদ্গীথঃ,
এষঃ(এই)প্রণবঃ(প্রণব)।
ওম্ ইতি('ওম্')হি এষঃ(এই)স্বরন্(স্বর উচ্চারণ করে)
এতি(ক্রমণ করেন)।

নিরুক্ত।

আদিত্য। অদন শব্দের অর্থ খাওয়া।অদিতি শব্দের অর্থ দ্বিতীয়তা হীন।
আদিত্য=যিনি একই রসবোধে সবাইকে খান বা আত্মসম্মিত করেন।
এই যে আত্মসম্মিত করা, বা হজম করা বা নিজের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এ কাল গতির মধ্য দিয়ে হয়।এর নাম স্বর উচ্চারণ করে ক্রমণ করা।এর দ্বারা আমরা অহোরাত্রময় অবস্থার থেকে সকৃৎ

দিবা, যেখানে আদিত্য না উদিত হন, না অস্তমিত হন, সেখানে গিয়ে অমৃত হই।
প্রণব---নিত্য নবীনতায় যিনি নিজেতে নমিত হয়ে নিজেকে নিত্য প্রকাশ করেন।
উদ্গীথ---(ছান্দোগ্য,১ম অধ্যায়,১ম খণ্ড।)—যিনি সকল রসের রসতম, পরম-পরার্দ্ধ, অষ্টম।
প্রণব যিনি নবম তিনি নিত্য নবীনতায় যিনি উদ্গীথ যিনি অষ্টম তাঁতে নুত।

১।৫।২ এতম্ উ এব (ইঁহাকে এই ভবেই)
অহম্(আমি) অভি অগাসিষম্(ইঁহার প্রতি গান করেছিলাম),তস্মাৎ (সেই হেতু)মম(আমার)
ত্বম্(তুমি) একঃ(এক ই) অসি(হও) ইতি হ (ইহা)
কৌষিতিকিঃ(কৌষীতিকি) পুত্রম্(পুত্রকে)
উবাচ(বলেছিলেন)।রশ্মীন্(রশ্মি সকলকে) তম্(তুমি)
পরি (নিজের সর্বদিকে)আবর্ত্তয়াৎ (আবর্ত্তন কর);
বহবঃ বৈ তে (তোমার বহু[পুত্র])ভবিষ্যন্তি (হবে)
ইতি অধিদৈবতম্ (ইহা অধিদৈব বা দেব ক্ষেত্রের দর্শন)।

নিরুক্ত।

পুত্র----পুনরাবর্ত্তন যে ত্রাণ করে।
নিজেই নিজের থেকে পৃথক হয়েছি, এই প্রকার যে জ্ঞান তা পুত্র জ্ঞান, এর থেকে দ্বিতীয় দর্শন দূর হয় বা বাধ্যতামূলক পুনরাবর্ত্তন থেকে দ্রষ্টা মুক্ত হয়।তাই এই প্রজ্ঞা আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত।তাই একই পুত্র বলা হল।আদিত্যের সকল রশ্মি আদিত্যই ইহা 'এক পুত্র'।
('.....ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো...' ঈশোপনিষদ দ্রষ্টব্য।)
সমস্ত রশ্মি আদিত্যের দিকে---ইহা এক পুত্র
আদিত্যের থেকে সমস্ত রশ্মি বিকির্ণ—ইহা বহু পুত্র।
(অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধুঃ.....মরীচয়ঃ পুত্রাঃ---ছান্দোগ্য।)

প্রাণই দিক্ সকল(উপনিষদ)।প্রতি দিকে প্রাণের যে বেদন রাশি তার যে যাতায়াতের রাস্তা(প্রণালী বা নাড়ী)এবং প্রাণ যার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি সন্তানকে(প্রকাশকে)ধরে থাকেন তা রশ্মি। প্রাণের ভোক্তৃত্বের বা অদনের যে কেন্দ্র তা আদিত্য।আদিত্যের

রশ্মি সকলকে ছান্দোগ্যে মধুনাড়ী বলা হয়েছে।
রশ্মি=(আত্ম)রাশির নাড়ী সমূহ।
পরি আবর্ত্তয়াৎ > পরি আবর্ত্তন। পরি=সর্ব্ব দিকে,
আবর্ত্তন=বর্ত্তমান।
আদিত্য বা প্রাণ তাঁর রশ্মি সকলকে সর্ব্বদিকে
আবর্ত্তিত করে বহু পুত্র বা সন্তান সৃষ্টি করছেন।
কৌষীতিকি= কোশের যে বিভাজন বা খণ্ডন তা যিনি
জানেন।খণ্ডার্থে 'ষ'।('হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং বহ্ম
নিষ্কলম্'.....হিরণ্ময় কোশের মধ্যে নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজ
করছেন—মুণ্ডক উপনিষদ-২।২।১০।)
১।৫।৩।
অথ(অনন্তর)অধ্যাত্মম্(অধ্যাত্ম বিষয়ে;নিজের অন্তরে
যে ভাবে দর্শন হয় সেই বিষয়ে;)।য(যে)এবঃ
অয়ম্(এই)মুখ্যঃ প্রাণঃ(যে প্রান মুখ থেকে প্রকাশ
পান; মুখ্যঃ প্রাণ)তম্(তাঁহাকে)উদ্গীথম্
(উদ্গীথ রুপে)উপাসীত(উপাসনা করবে)।ওম্ ইতি হি
এষঃ
(ওম্ এই)স্বরন্(স্বর করে, উচ্চারণ করে)এতি(ক্রমণ

করেন)।

নিরুক্ত।
মুখের থেকে যে শব্দ প্রকাশ পাচ্ছে তা মুখ্য প্রাণেরই মূর্ত্তি। প্রাণ আর বাকের সম্মিলনে শব্দ বা সন্তান(পুত্র)রা জাত হচ্ছে।
তাই প্রতি শব্দের মূলে ওম্ কার আছেন। প্রতি বাক্ প্রকাশ ত্রিকাল ব্যাপ্ত এবং ত্রিকালাতীত যিনি তাঁতে প্রতিষ্ঠিত।

১।৫।৪
এতম্ উ এব (ইঁহাকে এই ভবেই) অহম্(আমি) অভি অগাসিষম্(ইঁহার প্রতি গান করেছিলাম),তস্মাৎ (সেই হেতু)মম(আমার) ত্বম্(তুমি) একঃ(এক ই) অসি(হও) ইতি হ (ইহা) কৌষীতিকিঃ(কৌষীতিকি) পুত্রম্(পুত্রকে) উবাচ(বলেছিলেন)। প্রাণান্(প্রাণ সকলকে) ত্বম্(তুমি)
ভূমানম্(ভূমা বলে)অভি অগায়তাৎ (তাঁদের প্রতি গান

কর); বহবঃ (বহু) মে (আমার) ভবিষ্যন্তি ইতি (হবে)।

নিরুক্ত।
মুখ্য প্রাণ অধ্যাত্মে, পঞ্চ প্রান হয়ে থাকেন বলে বহু বচন (প্রাণান্) প্রয়োগ করা হয়েছে।
সেই প্রকার প্রথম মন্ত্রে "বহবঃ বৈ তে ভবিষ্যন্তি ইতি অধিদৈবতম্" এই বাক্যে 'তে (তোমার)' শব্দ ব্যবহার করা হলেও চতুর্থ মন্ত্রে 'মে' (আমার) ["বহবঃ (বহু) মে (আমার) ভবিষ্যন্তি ইতি"] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাত্ম (অন্তর) দর্শন হেতু, কৌষিতকির পুত্রও কৌষিতকি ঋষির অন্তর্গত হয়ে গেছেন।

ভূমা–মূল শব্দ 'ভূমন্'। 'ভূ' বা 'জাত হওয়া' যাঁর ধর্ম্ম তিনি 'ভূমা'।তাই ইনি বহু।

১।৫।৫
অথ খলু (অন্তর অবশ্যই) যঃ উদ্গীথঃ (যে উদ্গীথ) সঃ (সে)

প্রণবঃ (প্রণব) ;যঃ (যে) প্রণবঃ (যিনি) সঃ (সে)
উদ্গীথঃ (উদ্গীথ) ইতি; হোতৃ (হোতার) সদনাৎ (সদন থেকে) হ এব অপি দূঃ উদ্গীথম্ (যদি উদ্গীথ দূরে থাকেও) অনুসমাহরতি ইতি (সমীপে নিয়ে আসেন), অনুসমাহরতি ইতি (সমীপে নিয়ে আসেন) ।

নিরুক্ত।

যিনি উদ্গীথ, সবার ঊর্দ্ধে, তিনি নিত্য নবীন, এবং নিত্য নবীন হয়ে বিশ্ব কে প্রকাশ করছেন।এই নবীনতাই আনন্ত্য, অন্তহীন। কাল প্রবাহিত হচ্ছেন মানেই সবাই নিত্য নবীন হচ্ছে। কারোর বসে থাকার উপায় নেই। চির পুরাতন ইনি নিত্য নবীন।

হোতৃ সদন। প্রতি সৃষ্টই হোতার সদন, সৎ আয়তন। ইনি নিজেই হোতা, সৃষ্টিকে আহ্বান করেছেন, শব্দিত হয়ে নিজেকে সৃষ্টির আকারে প্রকাশ করেছেন।

এঁকে জিনি জানেন, তিনি যারা দূরে আছে তাদের উদ্গীথের সমীপে নিয়ে জান।

ছান্দোগ্য, প্রথম অধ্যায়, ৬ষ্ট খণ্ড।

(এই অধ্যায়ে হিরণ্ময় আত্মাদিত্য কেমন করে সাম ও ঋক্, বাক্‌ও প্রাণ রুপে নিজেকে বিভক্ত করে অধিদৈবে রয়েছেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।অন্তর আদিত্য, যিনি উৎ, সর্ব্ব পাপের ঊর্ধে, যিনি ঈশ্বর,যাঁর সবটাই সুবর্ণ তিনি এই অধ্যায়ের মন্ত্রদের দ্বারা গীত হয়েছেন।)

১।৬।১ ইয়ম্ (ইহা) এব (অবশ্য ই) ঋক্ (ঋক,) অগ্নিঃ (অগ্নি) সাম (সাম); তৎ(সেই) এতৎ (এই সাম)এতস্যাম্(এই) ঋচি (ঋকে)
অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত)সাম(সাম);তস্মাৎ (সেই হেতু) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত) সাম (সাম)
গীয়তে(গীত হয়)।ইয়মেব সা (ইহাই
সা),অগ্নিঃ(অগ্নি)অমঃ(অম) তৎ (তাই)সাম(সাম)।

নিরুক্ত।

'ইয়ম্' ইদম্ শব্দ নিষ্পন্ন, যা কিছু 'ইহ' এই পদবাচ্য বা যে কোন পদার্থ। যে কোন পদার্থ বা যা কিছু আমরা 'অস্তি' বা 'রয়েছে' বলে বোধ করছি, তা ঋক্, আত্মস্বরুপের কথা বা বাক্ মূর্ত্তি।

অগ্নি বা প্রাণাগ্নি থেকে সবাই জাত এবং অগ্নি বা প্রাণের দ্বারাই সবাই নির্ম্মিত। ইনি সকলের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ।আবার অগ্নি বা প্রাণের দ্বারাই সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত।সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনের সমীকরণ অগ্নিতে। তাই অগ্নিই সাম।

প্রতি ঋকে এই ভাবে অগ্নি অধিষ্ঠিত।এই যে দর্শন তা ঋকে অধিষ্ঠিত যে সাম তাঁকে গান করা।

সা=স বা সৃষ্টিকে যিনি আকার দেন, তিনি 'সা' বা বাক্।

অম্=তেজ। আত্মার যে তেজ, বীর্য, যার নাম প্রাণ সেই প্রাণের বীর্য কে বাক্ গর্ভে ধারণ করে আকার দেন।প্রাণ ও বাক্ যাঁর দুই স্বরুপ তিনি আত্মা।

ইয়ম্ অর্থে পৃথিবী, কেননা য কিছু 'ইহা' বা 'ইদম্' বলে পৃথিবীতে যা কিছু দৃষ্ট তা পৃথিবীর অন্তর্গত।

যা কিছু বস্তু, বাস্তব, তার উপর যে দেবতারা আধিপত্য করছেন, তাঁরা বসু।অগ্নি বসুগণের নেতা।এই অগ্নির নাম প্রতিষ্টা।সবাই পৃথিবীতে বসবাস করছে বা

প্রতিষ্টিত।স্থূল,পার্থিব না হওয়া অবধি, প্রতিষ্টা সমপূর্ণ হয় না।

১।৬।২ অন্তরিক্ষম্ এব(অন্তরিক্ষ ই) ঋক্ (ঋক্) বায়ুঃ (বায়ু) সাম (সাম); তৎ(সেই)এতৎ (এই সাম)এতস্যাম্(এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্টিত)সাম(সাম);তস্মাৎ ঋচি অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্টিত)সাম গীয়তে(গীত হয়)।অন্তরিক্ষম্এব (অন্তরিক্ষই)সা(ইহাই সা),বায়ুঃ(বায়ু)অমঃ(অম) তৎ (তাই)সাম(সাম)।

নিরুক্ত।

অন্তরীক্ষ=যেখানে ঈক্ষণ বা দর্শন এবং কালের ক্রিয়া বা ক্রমন অন্তরেই অনুভূত হয়।তাই এখানে সকল কিছু অন্তরেই অনুভূত হয় বা সকল কিছুকে নিজের সাথে যুক্ত বলে অনুভূত হয়।

বায়ু=সূত্রাত্মা=যাঁর দ্বারা সবাই সবার সাথে যুক্ত।

পৃথিবী যখন অন্তরীক্ষ হন,অগ্নি তখন বায়ু হন। এই অগ্নির নাম পৃথকবর্ত্মা।ইনি পৃথক পৃথক বর্ত্মনী করে

সবাইকে পৃথক করেন পৃথিবীতে আবার সূত্র হয়ে সবাইকে যুক্ত রাখেন। যা পৃথিবীতে পৃথক থাকে তা অন্তরীক্ষে প্রাণ বা বায়ু রুপ সূত্রের দ্বারা সংলগ্ন থাকে। অন্তরীক্ষের উপর যে দেবতারা আধিপত্য করছেন তাঁরা মরুৎ গণ।

১।৬।৩।

দ্যৌঃ (দ্যু লোক) এব(অবশ্য ই) ঋক্(ঋক,) আদিত্যঃ (আদিত্য) সাম (সাম); তৎ(সেই) এতৎ (এই সাম)এতস্যাম্(এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত)সাম; তস্মাৎ (তাই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত) সাম গীয়তে(গীত হয়)। দ্যৌঃ এব(দ্যু সা (ইহাই সা), আদিত্যঃ (আদিত্য)অমঃ(অম) তৎ (তাই)সাম(সাম)।

নিরুক্ত।

দ্যু—যেখানে সব কিছু নিজের থেকে দুহিত বলে দর্শন হয়।

প্রকাশের যা উৎকৃষ্ট অবস্থা তা যে লোকে দর্শন হয় তা দ্যু।বিদ্যুতের

দ্বারা এখানে মর্ত্ত বিদীর্ন হয়ে স্বর্গ প্রকাশিত।
আদিত্যের যে অদন বা ভোগের যে বৈশিষ্ট তা বিশেষ বিশেষ দেব ক্ষেত্র এবং দ্যূর অন্তর্গত।
১।৬।৪।
নক্ষত্রাণি (নক্ষত্র সকল)এব(অবশ্য ই) ঋক্(ঋক),
চন্দ্রমাঃ(চন্দ্র) সাম (সাম); তৎ(সেই) এতৎ
(এই)এতস্যাম্(এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্
(অধিষ্ঠিত) সাম; তস্মাৎ ঋচি(ঋকে)
অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত) সাম (সাম) গীয়তে(গীত হয়)।
নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্র সকলই) সা (সা),
চন্দ্রমাঃ(চন্দ্র) অমঃ(অম)তৎ (তাই)সাম(সাম)।
নিরুক্ত।
চন্দ্র,নক্ষত্র--আদিত্যের যে অদন তার দ্বারা সবার ভোগ হচ্ছে।যে কেন্দ্র থেকে এই ভোগ সবার জন্য প্রবাহিত হচ্ছে তিনি
চন্দ্র।তাই চন্দ্র দ্যূলোকের দ্বার।
চন্দ্রমার থেকে যে সোম প্রবাহিত হচ্ছে তাকে যাঁরা বিভক্ত করেন তাঁরা নক্ষত্র। এঁদের দ্বারা ভোগের মাত্রা বা বিভাজন বা ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

নক্ষ্ ধাতুর অর্থ নিকটে আসা।নক্ষত্র---যাঁরা কাম্যকে নিকটে নিয়ে এসে ত্রাণ করেন।

চন্দ্র---চয়ন এবং দর্শনের যে কেন্দ্র।মৃত্যুর পর আমরা বীজের আকারে চন্দ্রতে থাকি এবং ইনি আমাদের দর্শন বা ভোগ করেন।পিতৃ লোক চন্দ্রের অন্তর্গত।

১।৬।৫।

অথ (অনন্তর) যৎ (যে)এতৎ (এই) আদিত্যস্য (আদিত্যর) শুক্লম্(শুক্ল) ভাঃ(ভা,প্রভা) সা এব (সেই) ঋক্; অথ (আর) যৎ (যে) নীলম্ (নীল) পরঃ(পরম) কৃষ্ণম্(আকর্ষণময়) তৎ (তাই)সাম(সাম)। তৎ(সেই) এতৎ (এই)এতস্যাম্(এই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) (সাম) সাম; তস্মাৎ (তাই) ঋচি (ঋকে) অধ্যূঢ়ম্(অধিষ্ঠিত) সাম গীয়তে(গীত হয়)।

নিরুক্ত।

শুক্ল--- 'শু' ধাতু নিষ্পন্ন। 'শু' ধাতুর একটি অর্থ 'গমন করা বা চলা', আর একটি অর্থ 'ক্ষিপ্র'। শুক্ল =শু+ক্ল= যে বর্ণ সকল কাম (ক)বা কামনা কে

নিয়ে আসেন বা গতি দেন-সকল কামনা সাধক বর্ণ।সকল কামনাকে সাধিত করার কামনায় আপ্লুত এই প্রকার যাঁর বর্ণ বা এই প্রকার যে বর্ণ।

আদিত্য শুক্ল বর্ণের দ্বারা আমাদের আপ্লুত করেন। যাঁর উদয়ে আমরা আমাদের কাম্য অনুযায়ী প্রতিদিন কর্ম্ম করি, আমাদের কাম্য সকলকে প্রাপ্ত হতে সমর্থ হই, সেই আদিত্য শুক্ল বর্ণের দ্বারা আমাদের পরিচালনা করেন।তাই আদিত্যের এক নাম 'মিত্র'।
নীল=ন ঈলয়তি=যেখানে গতাগতি নেই,
স্থিরত্বের,শান্তত্বের আভা বা বর্ণ।
যেখানে কাল ক্রম, বিষ্ণুর ক্রমন মন্দীভূত হয়ে গেছে, সেই নীল বর্ণ আদিত্য যা বিষ্ণুরও বর্ণ, তা পরম আকর্ষণময়।

১।৬।৬
অথ (অনন্তর)যৎ এব (এই যে)এতৎ
(এই)আদিত্যস্য(আদিত্যর)
শুক্লম্(শুক্ল)ভাঃ(ভা,প্রভা)সা এব (সেই) সা (সা);
অথ(আর) যৎ (যা)নীলম্(নীল) পরঃ(পরম)

কৃষ্ণম্ (আকর্ষণময়) তৎ (তাই) অমঃ (অম);তৎ (তাই) সাম (সাম)। অথ (আর) যঃ (যা) এষঃ (এই) অন্তঃ (অন্তর) আদিত্যে (আদিত্যে) পুরুষঃ (পুরুষ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) হিরণ্য (হিরণ্য) শ্মশ্রুঃ (শ্মশ্রু) হিরণ্য (হিরণ্য) কেশঃ (কেশ) আ প্রণখাৎ (নখ থেকে শুরু করে) সর্ব্বঃ এব (সকলই) সুবর্ণঃ (সুবর্ণ)।

নিরুক্ত।

যেখানে সর্ব্ব কাম আত্মস্বরুপে লীন হয়ে, আত্মার সাথে সম হয়ে গেছে, সেখানে নীল কৃষ্ণ বর্ণ, ইহা সাম। যেখানে সর্ব্ব কাম কে সিদ্ধ করার জন্য, ঋক্ কে অর্থ করে সবাইকে দেবার জন্য, আত্মস্বরুপ সবাইকে অভিতপ্ত করছেন, সেখানে ইনি শুক্ল বর্ণ।

অম্=আত্ম স্বরুপের তেজ।তেজ=তৎ এজতি (আত্মার স্পন্দন)।

সা=স বা সম বা এক যিনি তাকে যিনি আকার দেন বা দ্বিতীয় করেন, তিনি বাক্, আত্মার শক্তি; আত্মা নিজেই নিজের শক্তি, স্বয়ংশক্তি।

হিরণ্য=সকলকে নিজেতে হরণ করে সকল কিছু নিজেই,

এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক যে বর্ণ বা প্রভা যাঁর, তিনি হিরণ্য বর্ণ। 'হিং'=নিশ্চয়াত্মক বেদন।

সুবর্ণ=সুখ স্বরুপ আত্মার যে বর্ণ।সকলকে নিজের মধ্যে একসা করে যে সুখের প্রভা তা সুবর্ণ।

অন্তঃ আদিত্যে= অন্তর আদিত্যে=নিজের ভিতর যিনি আলোকিত করে রেখেছেন, তাঁতে; আদিত্যের অন্তরে।

১।৬।৭

তস্য (তাঁহার) যথা (যে) কপ্যাসম্ (কপি+আস্যম্)
পুণ্ডরীকম্ (এব অক্ষিণী (অক্ষিদ্বয়) তস্য (তাঁহার) উৎ
ইতি (উৎ এই) নাম (নাম)।স এব (তিনি অবশ্যই)
সর্বেভ্য (সকল) পাপমভ্যঃ (পাপ থেকে)
উদিতঃ।উদেতি (উদিত হন) হ বৈ (নিশ্চয়ই)
সর্বেভ্য (সকল) পাপমভ্যঃ (পাপ থেকে) যঃ (যিনি)
এবম্ (এই প্রকার) বেদঃ (জানেন)।

নিরুক্ত।

কপ্যাসম্=কপি+আস্যম্। কপি=ক+পিবতি।সকল 'ক' বা 'কম্' বা কামনা কে আপ্ত করেছে, পান করেছে যে

আস্য বা মুখ তার মত।

পুণ্ডরীক= পুণাতি, ঈক্ষয়তি। যে ঈক্ষণ বা দর্শন থেকে সবাই পবিত্র হচ্ছে।

পুণ্ডরীক=পদ্মের ন্যায় যে চক্ষু বা ঈক্ষণ।

পাপ থেকে উদিত হওয়া মানে দ্বিতীয় জ্ঞান থেকে অদ্বয় বোধে যাওয়া।দ্বিতীয় দর্শন মানেই মৃত্যু বা পাপ গ্রস্ত হওয়া।

১।৬।৮

তস্য(তাঁহার) ঋক্(ঋক্) চ সাম চ (এবং সাম) গেষ্ণৌ(দুই গায়ক);তস্মাদ্(সেই জন্য) উদ্গীথঃ(উদ্গীথ)।তস্মাৎ তু এব (সেই জন্যই) উদ্গাতা(উদ্গাতা) এতস্য হি (ইঁহারই)গাতা(গাতা, গায়ক)।স এষঃ(এই তিনি) যে চ অমুষ্মাৎ (যে ঐ আদিত্য লোক থেকে) পরাঞ্চঃ(পর বা শ্রেষ্ট) লোকাঃ(লোক সকল) তেষান্ চ (তাহাদেরও) ঈষ্টে (ঈশ্বর) দেবকামনাম্ চ (দেবতাদের কামনা সকলেরও; ইতি অধিদৈবতম্ (ইহা অধিদৈব দর্শন)।

নিরুক্ত।

সমস্ত বিশ্ব যাঁর বাঙ্ময় মূর্ত্তি, তিনি ঋক্।

সমস্ত কিছু যাঁতে সমতায় আছে তিনি সাম।

এই দুই দেবতা যাঁর গান করেন বা যাঁতে গতি নেন তিনি আদিত্যের অন্তরে পুরুষ, যিনি সকল পাপ বা সকল দ্বিতীয়তার ঊর্ধে।সকল পাপ বা দ্বিতীয়তার ঊর্ধে ইনি স্থিত এবং লোক সমূহ এঁতেই গতি পান তাই ইনি উদ্গীথ।এই আদিত্যের মধ্যে যে অদন তাতে সকল প্রাপ্তি আছে।এঁতে সব কিছু গীত হয়েছে, গতির পর যে পরম স্থিতি তাই প্রাপ্ত হয়েছে।এঁর অদনে বা আহারে সবাই তৃপ্ত হচ্ছে, তাই ইনি সবার কামনাকে নিয়ন্ত্রণ ও সম্পন্ন করেন, ইনি ঈশ্বর।

এঁর অক্ষ বা চক্র গতি থেকে, অক্ষি থেকে কাল বা কাম (কামনা) প্রবাহিত হচ্ছে, তার দ্বারা ইনি সবাইকে দ্বিতীয় জ্ঞান থেকে অদ্বয় জ্ঞান ভূমিতে নিয়ে চলেছেন।

চক্ষু। চ=চরন।চরন ও ক্ষোভ, গতি ও স্পন্দনের